সমকাল
বৃহস্পতিবার ৪ বৈশাখ ১৪১৫, ১৭ এপ্রিল ২০০৮
ই-মেইল : prio_dhaka@shamokalbd.com

পর্যটন শিল্প

আকর্ষণ বাড়াতে বাড়তি বিনিয়োগ প্রয়োজন

এম আজিজুর রহমান

বিশ্বব্যাপী মানুষের শিক্ষা ও আয়-উন্নতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের সাধ, আহ্লাদ, রুচি, আরাম-আয়েশের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। মানুষ এখন তুলনামূলকভাবে বিলাসবহুল জীবনযাপনে আগ্রহী। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং আর্থিকভাবে কোনো মতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারলেই মানুষ খুঁজে বেড়ায় বিনোদন, চিত্তবিনোদনের গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু পরিবেশ এবং বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পর্যটন কেন্দ্র।

বিনোদনপিপাসু মানুষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী পর্যটন কেন্দ্রের চাহিদা গড়পড়তা ১৩ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে কত হারে এ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ঠিক হিসাব না জানলেও আমরা এ কথা জানি যে, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি গড়পড়তা শতকরা ৬.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু শতকরা ৬.৫ ভাগ হারে পর্যটন কেন্দ্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে পর্যটন কেন্দ্রের চাহিদার চেয়ে সরবরাহ খুবই কম। বিশ্বের অনেক দেশই আছে যারা পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ থেকে ৭৫ ভাগ পর্যন্ত উপার্জন করে থাকে। জাতীয় আয়ের এত বড় সম্ভাবনাময় সুযোগ বাংলাদেশ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছে না।

ইদানীং দৈনিক পত্রিকায় উল্লিখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এশিয়া মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশই পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অবারিত সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে; যার ভেতর সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বিশেষ করে দুবাই, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও নেপাল অন্যতম। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরাও এশিয়া মহাদেশের এসব পর্যটন শিল্পভুক্ত দেশের তালিকায় নাম লেখাতে পারি। এর মাধ্যমে একদিকে আমাদের নতুন প্রজন্মের বিনোদনপিপাসু জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানো যাবে, অপরদিকে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও সম্ভব হবে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে, জাতীয় ব্যয়ের সাশ্রয় হবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় হবে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বোপরি জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে আমরা উৎসাহিত হব কীভাবে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশ ও দশের উন্নয়ন ঘটানো যায়। ভৌগোলিকভাবে ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ দেশে কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন, সুন্দরবন, কুয়াকাটা, রাঙ্গামাটি এবং টেকনাফের মতো আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০ মাইল বা ২০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। এত দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত বিশ্বের বুকে নজিরবিহীন। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের জন্য আরো একটি সুখবর অপেক্ষা করছে; তা হলো নতুন প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় আমাদের কক্সবাজার ও সুন্দরবন বিবেচিত হচ্ছে। এ খবর বিশ্ববাসীর কাছেও অজানা নয়। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, পরিসর সম্প্রসারণ ও পরিমার্জন করে বিদেশি পর্যটকদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত করতে হবে, প্রচারণা জোরদার করতে হবে এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের আমাদের পর্যটন স্পটে ভ্রমণের আহ্বান করতে হবে। কক্সবাজার ও সুন্দরবন সংলগ্ন স্থানে বড় বড় দুটি পর্যটন শহর গড়ে তোলার জন্য উদারনীতি ও সহজ শর্তে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান করতে হবে। জানা গেছে, সম্প্রতি লন্ডনভিত্তিক মিতাল গ্রুপ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও কুমিরা পর্যন্ত বিস্তৃত পর্যটন শহর 'ইমিমালো' গড়ে তোলার জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে আগ্রহী। এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমরা পর্যটন শিল্প উন্নয়নে ফলপ্রসূভাবে অগ্রসর হতে পারব। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান, বিনোদন ও চিত্তবিনোদনের সহজলভ্যতা, অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত হোটেল, মোটেল ও রেস্তোরাঁর পর্যাপ্ততা ইত্যাদির মাধ্যমে পর্যটন উপযোগী সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সর্বোপরি দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পৃথকভাবে, একত্রে বা উভয়ের সমন্বয় করে পর্যটকদের থাকা, খাওয়া, বিনোদন ও চিত্তবিনোদনের সমুদয় পরিবেশকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এ ছাড়াও সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থানগুলোকে শনাক্ত করে সেগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে শোভাবর্ধনের ব্যবস্থা করে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে।

> সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থানগুলোকে শনাক্ত করে সেগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে শোভাবর্ধনের ব্যবস্থা করে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে

■ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি